প্রথম আলো

তারিখ ... 01 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

রোবটিকসপ্রেমীরা হাজির হয়েছিলেন এই উৎসবে। ছবি : সংগৃহীত

রুয়েটে রোবট উৎসব

সজীব মিয়া

এ যেন তরুণ প্রযুক্তিবিদ আর রোবটিকস-প্রেমীদের মিলনমেলা। দিনভর নিজেদের আবিষ্কার নিয়ে মেতে ছিলেন গল্প, আড্ডা আর প্রতিযোগিতায়। রোবরান, আইডিয়া কনটেস্ট আর মেকানিকস অলিম্পিয়াডের মতো প্রতিযোগিতা হলেও দিন শেষে রুয়েট হয়ে উঠেছিল উৎসবের প্রাঙ্গণ। এমনই আয়োজনে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আন্তবিশ্ববিদ্যালয় রোবটেক উৎসব। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ও রোবটিক সোসাইটির আয়োজনে দিনব্যাপী এই উৎসব হয় ২১ এপ্রিল।

'প্রতিযোগিতা না বলে উৎসব বলছেন কেন?' জানতে চেয়েছিলাম রুয়েট রোবটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদের কাছে। 'আমরা আসলে চেয়েছিলাম এমন একটি উৎসবের আয়োজন করতে, যেখানে প্রযুক্তিপ্রেমী যেকোনো মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে তা নয়। যে কেউ আয়োজনে আসতে পারবেন, দেখতে পারবেন। দেশের তরুণসমাজ আসলে কী ভাবছে, কীভাবে ভাবছে? প্রযুক্তি ব্যবহার আর সৃজনশীলতায় তারা কতটা এগিয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যারা আগ্রহী, তাঁদের জন্য উৎসব ছিল উন্মুক্ত।' জানালেন তিনি।

সেদিন সকালে উদ্বোধনী পর্বের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসবের। মূল প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট), মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিসহ দেশের ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫টি দল অংশগ্রহণ করে।

রোবরান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় রুয়েটের দল সিগমা। প্রথম রানারআপ হয় ডুয়েটের দল নিউট্রিনো ও দ্বিতীয় রানারআপ বুয়েটের উইনরার। চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্যরা হলেন সালাউদ্দিন আহমেদ, সাইফুল আলম ও তারেক আজিজ।

দেশের বিভিন্ন সমস্যাকে প্রযুক্তিগতভাবে কীভাবে সমাধান করা যায়, এই নিয়ে ছিল আইডিয়া কনটেস্ট। এই বিভাগে সেরা হন কুয়েটের তাজদিকুল আলম চৌধুরী ও ফাহমিদা ফারজানা। এ ছাড়া ভৌতবিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় বলবিদ্যা ছিল মেকানিকস অলিম্পিয়াড। এই বিভাগে সেরা হন ডুয়েটের মো. পারভেজ।

রোবরান প্রতিযোগিতার সেরা দল সিগমার সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা টানা দুই মাস প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমরা সে কষ্টের পুরস্কার পেলাম।'

শুধু প্রতিযোগী আর আয়োজকই ছিলেন না উৎসবে। রাজশাহীর বিভিন্ন কলেজ ও স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীরাও হাজির হয়েছিল। এই শিক্ষার্থীরা কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে আসেনি, শুধু দেখতে এসেছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের অগ্রজ শিক্ষার্থীরা কীভাবে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন।

পুরো আয়োজনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম রুয়েট রোবটিক সোসাইটির সাংগঠনিক সম্পাদক রিফাত জাহানের কাছে। তিনি বলেন, 'প্রথমবারের মতো আমরা এমন বড় ধরনের আয়োজন করেছি। তাই অভিজ্ঞতা বলতে সবই নতুন। আমরা চেষ্টা করেছি সবকিছু ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে। বাইরে থেকে আসা প্রতিযোগীদের বাহবা পেয়ে মনে হয়েছে আমাদের পরিশ্রম সার্থক।'